০১-০৭-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত বাপদাদা" রিভাইসঃ ১৪-১২-৮৩ মধুবন

প্রভু পরিবার - সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবার

আজ বাপদাদা তাঁর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারকে দেখছেন । ব্রাহ্মণ পরিবার সবচেয়ে উঁচু পরিবার । সবাই তোমরা এটা ভালোভাবে জানো ? বাপদাদা সবার আগে পরিবারের স্নেহময় সম্বন্ধে তোমাদের নিয়ে এসেছেন । তুমি শ্রেষ্ঠ আত্মা, বাবা শুধু এই জ্ঞানই দেননি, বরং তুমি শ্রেষ্ঠ আত্মা, আমার বাচ্চা । তিনি তোমাকে বাবা আর বাচ্চার সম্বন্ধে নিয়ে এসেছেন এবং এই সম্বন্ধে আসার কারণে, তোমাদের নিজেদের মধ্যে ভাই-বোনের পবিত্র সম্পর্ক জুড়ে গেছে । যেখানে বাপদাদা, ভাইবোনের সম্পর্ক জুড়ে গেছে সেখানে তাহলে কি হলো ! প্রভু পরিবার । তোমরা কখনো স্বপ্নেও এমন ভাগ্যের কথা ভেবেছিলে যে সাকার রূপে ডায়রেক্ট প্রভু পরিবারে উত্তরাধিকারী হয়ে বরসার অধিকার লাভ করবে ? উত্তরাধিকারী হওয়া সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ থেকেও শ্রেষ্ঠ ভাগ্য । কখনও ভেবেছিলে স্বয়ং বাবা এসে তোমাদের, অর্থাৎ সব বাচ্চাদের মতো সাকার রূপধারী হয়ে বাবা এবং বাচ্চার বা সর্ব সম্বন্ধের অনুভব করাবেন ? এমনকি সঙ্কল্পেও কখনো ছিলনা, সাকার রূপে প্রভু পালনা লাভ করবে । কিন্তু এখন তো অনুভব করেছো, তাই না ! এইসব অনুভব করার ভাগ্য তখনই লাভ করেছো, যখন তোমরা প্রভু পরিবারের হয়েছো । সুতরাং কতো শ্রেষ্ঠ পরিবারের অধিকারী বাচ্চা হয়েছ তোমরা ! কতো পবিত্র পালনায় পালিত হচ্ছ ! কেমন করে অলৌকিক প্রাপ্তির দোলায় দুলছো ! তোমরা এই সব অনুভব করেছো, তাই না ! পরিবার বদলে গেছে । যুগ বদলে গেছে । তোমাদের ধর্ম, কর্ম সব বদলে গেছে । যুগ পরিবর্তন হওয়ার কারণে, তোমরা দুঃখের দুনিয়া থেকে সুখের দুনিয়ায় এসে গেছ । সাধারণ আত্মা থেকে তোমরা পুরুষোত্তম হয়ে গেছ । ৬৩ জন্ম তোমরা আবর্জনার স্তূপে থেকেছো, এখন সেই ধূলা-ময়লার আবর্জনার মধ্যেই তোমরা কমল হয়ে গেছ । প্রভু পরিবারে আসা অর্থাৎ জন্ম-জন্মান্তরের জন্য তোমাদের ভাগ্যরেখা শ্রেষ্ঠ হয়ে যাওয়া । এটা প্রভু পরিবার , পরিবার অর্থাৎ বার থেকে পরে অর্থাৎ যেকোন আক্রমণের ঊর্ধ্বে উঠে যাওয়া । প্রভুর বাচ্চাদের ওপর কোনো আক্রমণ হতে পারেনা । যেইমাত্র তোমরা প্রভু পরিবারের হয়েছো, সমস্ত প্রাপ্তির ভাণ্ডার ভরপুর হয়ে গেছে, সদাসর্বদার জন্য । তোমরা এমন মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে গেছ যে প্রকৃতিও দাসী হয়ে তোমরা সব প্রভুবাচ্চাদের সেবা করবে । প্রকৃতি প্রভুর পরিবারকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, তোমাদের ওপর জন্ম জন্মান্তরের জন্য পাখা দোলাতে থাকবে । শ্রেষ্ঠ আত্মাদের স্বাগত জানাতে, রিগার্ড দিতে পাখা ঝোলানো হয়, তাই না ! প্রকৃতি সদাকাল তোমাদের রিগার্ড দিতে থাকবে । প্রভু পরিবারের প্রতি আজও সকল আত্মাদের স্নেহ আছে । সেই স্নেহের আধারে আজও মানুষ গায়ন আর পূজন করে । প্রভু পরিবারের চরিত্রের স্মারক, শাস্ত্র ভাগবত, এখনও লোকে ভালোবেসে শোনে এবং শুনিয়ে থাকে । প্রভু পরিবারের এবং গডলি স্টুডেন্ট লাইফের, পঠন-পাঠনের স্মৃতিচিহ্ন শাস্ত্র গীতা কতো পবিত্রতার সাথে বিধিপূর্বক শোনে এবং শোনায় । প্রভু পরিবারের স্মরণিকও প্রসিদ্ধ এবং আকাশে সূর্য, চন্দ্র এবং লাকি নক্ষত্র রূপেও পূজনীয় । যারা প্রভু পরিবারের তারা বাবার হৃদয়-সিংহাসনাসীন হয়, এইরকম তখত প্রভু পরিবার ব্যতীত আর কারও প্রাপ্ত হতে পারেনা । এটাই প্রভু পরিবারের বিশেষত্ব । যত বাচ্চা আছে, সব বাচ্চাই সিংহাসনাসীন হয় । আর কোনও রাজ পরিবারে সব বাচ্চার সিংহাসনের অধিকার থাকে না । কিন্তু প্রভুর বাচ্চাদের সকলের অধিকার আছে । সারা কল্পে কখনো দেখেছ এত বড় এত শ্রেষ্ঠ তখত যাতে সবাই অধিষ্ঠিত হতে পারে ! প্রভু পরিবার এমন পরিবার যেখানে সবাই স্বরাজ্য অধিকারী হয় । তিনি তোমাদের সবাইকে রাজা করে দেন । জন্ম নিতেই সব বাচ্চাদের বাপদাদা

স্বরাজ্যের তিলক দিয়ে দেন । তিনি তোমাদের প্রজা হওয়ার তিলক দেননা, বরং রাজা হওয়ার তিলক দেন । মহিমা গাওয়াও হয়ে থাকে রাজ্য তিলকের, তাই না ! রাজ তিলক গ্রহণ করা উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে এই দিবস উদযাপন করা হয় । সবাই তোমরা রাজ তিলক দিবস পালন করেছো, নাকি এখনও করবে ? পালন করেছো, তাই না ! খুশির লক্ষণ, ভাগ্যের লক্ষণ, সঙ্কট দূর হওয়ার লক্ষণ হলো তিলক । যখন কেউ কোনো বিশেষ কাজে যায়, কার্য সফল হওয়ার জন্য তার পরিবারের সদস্যরা তাকে তিলক দিয়ে পাঠায় । তোমাদের সবার তো তিলক লেগেই গেছে, তাই না ! তিলকধারী, সিংহাসনধারী, বিশ্ব-কল্যাণের মুকুটধারী হয়ে গেছ, তাই না ! ভবিষ্যতের রাজমুকুট এবং তিলক এই জন্মের প্রাপ্তির প্রারব্ধ । বিশেষ প্রাপ্তির সময় অথবা প্রাপ্তির খনি প্রাপ্ত হওয়ার সময় এখন । এখন যদি না নাও তো ভবিষ্যৎ প্রারব্ধ লাভ হবেনা । এই জীবনের গায়ন দাতার বাচ্চাদের, বরদাতার বাচ্চাদের কোনো বস্তু অপ্রাপ্ত নয় । ভবিষ্যতে তবুও একটা অপ্রাপ্তি তো হবে, তাই না ! বাবার মিলন তো হবেনা, তাই না ! সুতরাং সর্ব প্রাপ্তির জীবনই ঈশ্বরীয় পরিবার । এইরকম পরিবারে তোমরা পৌঁছে গেছ, তাই না ! তোমরা নিজেদের বুঝতে পারছো তো তোমরা কতো শ্রেষ্ঠ পরিবারের ! যদি তোমাদের মহিমা করতে হয়, তবে অনেক রাত আর দিন কেটে যাবে । দেখ, ভক্তরা কীর্তন গাইতে গাইতে কতো দিন আর রাত কাটিয়ে দেয় । এখনো তারা গাইছে । তাহলে তোমাদের এইরকম নেশা আর খুশি সদা থাকে ? আমি কে , এই রহস্য সদা তোমরা মনে রাখো ? স্মৃতি-বিস্মৃতির চক্রে তোমরা ধরা দাও না তো ? এই চক্র থেকে তো তোমরা রেহাই পেয়েছ, তাই না ! স্ব-দর্শন চক্রধারী হওয়া অর্থাৎ হদের অনেক জিনিসের চক্র থেকে নিস্তার পাওয়া । তোমরা এমনই হয়েছো, তাই না ? সবাই তোমরা স্ব-দর্শন চক্রধারী, তাই তো ? তোমরা মাস্টার, তাই না ! সুতরাং মাস্টার সব জানে ! রোজ অমৃতবেলায় তোমাদের স্মৃতিতে রাখো, আমি কে ? তাহলেই সদা সমর্থ থাকবে । আচ্ছা !

বাপদাদা বেহদের পরিবারকে দেখছেন । বেহদের বাবা বেহদের পরিবারকে বেহদের স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন ।

যারা সদা শ্রেষ্ঠ পরিবারের নেশায় থেকে প্রভু পরিবারের মহত্বকে জেনে মহান হয়ে, সর্ব প্রাপ্তির ভাণ্ডার শ্রেষ্ঠ রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্তকারী প্রভু রত্নদের স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার ।

(গ্যানার আংকেল এবং আন্টির সাথে) সার্ভিসেবল বাচ্চাদের বাপদাদা, মিলনের সাথে স্বাগত জানাচ্ছেন । তোমরা প্রতি মুহূর্তে যত স্মরণ করছো বাবাকে, তার রিটার্ণে বাপদাদা তাঁর নয়ন তারায় সমাহিত করে তোমাদের অর্থাৎ তাঁর বাচ্চাদের স্বাগত জানাচ্ছেন । এক বাবা'র গুণগান করে এমন বাচ্চাদের দেখে বাপদাদাও সেই ধরণের বাচ্চাদের বিশেষত্বের গীত গান । নিশিদিন প্রতি মুহূর্তে তোমরা তেমন গীতই তো গাও, তাই না ! যখন বাচ্চারা সেইরকম গীত গায় তো বাবা কি করেন ? যখন কেউ ভালো গীত গায় তো যারা শোনে তারা কি করে ? তারা না চাইলেও নাচতে শুরু করে দেয় । এমনকি, তারা নাচতে জানুক বা না জানুক, বসে বসেই তারা নাচতে শুরু করে দেয় । সুতরাং, বাচ্চারা যখন স্নেহের গীত গায়, তখন বাপদাদাও খুশিতে নাচেন, এই কারণে শঙ্করের ডান্স খুব প্রসিদ্ধ । সেবাও তো শুধুই নাচ, তাই না ! যে সময় সার্ভিস করো সেই সময় মন কি করে ? নাচে, তাই না ! সুতরাং সেবা করাও নাচই । আচ্ছা -

বাপদাদা সদা বাচ্চাদের বিশেষ বিশেষত্ব দেখেন । জন্মানোর সাথে সাথেই বাপদাদার থেকে তিন তিলক তোমরা লাভ করেছো । সেই তিন তিলক কি ? তোমাদের কাছে মুকুট আর সিংহাসন তো আছেই, কিন্তু তিন তিলক হলো বিশেষ । এক, স্বরাজ্যের তিলক যা তোমরা পেয়েই গেছ । দ্বিতীয়তঃ, জন্মানোর সাথে সাথেই সার্ভিসেবল-এর তিলক প্রাপ্ত হয়েছে । তৃতীয়তঃ, জন্মাতেই সর্ব পরিবারের এবং বাপদাদার স্নেহী এবং সহযোগী ভাবের তিলক । জন্মানোর সাথে সাথেই তিন তিলকের প্রাপ্তি, তাই না ! অতএব, তোমরা ত্রিমূর্তি তিলকধারী । নিজেদের সদা এই ধরণের বিশেষ সেবাধারী মনে করো ? ড্রামা অনুযায়ী অনেক আত্মাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগাতে নিমিত্ত হওয়ার সেবাপ্রাপ্ত হয়েছো তোমরা । আচ্ছা । বাচ্চারা যত বাবাকে স্মরণ করে, ততোটা বাবাও স্মরণ করেন । সবচেয়ে বেশি অখন্ড অবিনাশী স্মরণ হলো বাবার স্মরণ । বাচ্চারা অন্য কাজেও বিজি (ব্যস্ত) হয়ে যায় কিন্তু বাবার তো শুধুমাত্র এটাই কাজ ! অমৃতবেলা থেকে তিনি সবাইকে জাগানোর কাজ শুরু করেন । দেখ ! কতো বাচ্চাদের তাঁকে জাগাতে হয়, তারপর আবার তারা দেশে-বিদেশে, তারা সবাই তো এক জায়গাতেও নেই । তবুও বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে বাবা সারাদিন কি করেন ?
বাচ্চাদের পরে বাবা ভক্তদের জাগান এবং তারপর বৈজ্ঞানিকদের প্রেরণা দেন । সব বাচ্চাদের দেখভাল তো করতে হয় ! তারা জ্ঞানীই হোক বা অজ্ঞানী কিন্তু বিভিন্নভাবে তারা সবাই সহযোগী । কতরকম বাচ্চাদের সেবা করতে হয় তাঁকে । সবচেয়ে বেশি বিজি কে ? একমাত্র প্রভেদ এটাই যে শরীরের কোনো বন্ধন নেই । এখন, সবাই তোমরা কিছু সময় তো বাবা সমান হবেই, তোমরা মূলবতনে থাকবে । সবার এই আশা পূরণ হবে । আচ্ছা -

মধুবন নিবাসীদের সাথে : -
মধুবন নিবাসীদের মহিমা তোমরা তো জানোই । মধুবনের মহিমাই মধুবন নিবাসীদের মহিমা । প্রতি মুহূর্তে সাকারে কাছে থাকা, এর থেকে বড় ভাগ্য আর কি হতে পারে ! তোমরা দ্বারে বসে আছো, ঘরে বসে আছো, তোমরা হৃদয়ে বসে আছো । মধুবন নিবাসীদের মেহনত করার আবশ্যকতা নেই । যোগ লাগানোর প্রয়োজন আছে তোমাদের ? তোমাদের যোগ তো লেগেই আছে । যারা যোগযুক্ত হয়েই আছে তাদের যোগযুক্ত হওয়ার মেহনতের প্রয়োজন হয়না । তোমরা স্বতঃযোগী, নিরন্তর যোগী । ট্রেনে যেমন ইঞ্জিন জুড়ে থাকে, আর সব কামরা রেল লাইনের ওপর থাকায় নিজে থেকেই চলতে থাকে, আলাদাভাবে চালানোর প্রয়োজন হয়না, সেইরকম তোমরাও মধুবনের লাইনের ওপরে আছো, ইঞ্জিন জুড়ে থাকলে তোমরা স্বতঃই চলতে থাকবে । মধুবন নিবাসী অর্থাৎ মায়াজিৎ । মায়া আসার চেষ্টা (কোশিশ) করবে কিন্তু যারা বাবার আকর্ষণে (কশিশ) থাকে তারা সদা মায়াজিৎ থাকবে । মায়ার চেষ্টা দূর থেকেই সমাপ্ত হয়ে যাবে । সবাই তোমরা খুব ভালো সেবা করো । তোমরা সেবার এক একজাম্পল । এখানে ওখানে সেবাতে কেউ যদি কোনো ওপর-নিচে করে তো সবাই মধুবনের বাসিন্দাদের উদাহরণ দেয় যে মধুবনে সবাই তোমরা ভালোবেসে নিজের ঘর মনে করে কতো অক্লান্ত সেবা করো, এটা সবাই বিশ্বাস করে । সেবাতে যেমন সবাই তোমরা নাম্বার ওয়ান, শতকরা একশ' ভাগ (১০০%) মার্কস নিয়েছ, সেইরকম সব সাবজেক্টেই শতকরা ১০০ মার্কস থাকা প্রয়োজন । তোমরা বোর্ডে তো লেখ - হেল্থ, ওয়েল্থ এবং হ্যাপিনেস এই তিনের প্রাপ্তি হয় । অতএব, এই সব সাবজেক্টেও মার্কস প্রয়োজন । মধুবনবাসী বাবার কথা সবচেয়ে বেশি শোনে । প্রথম তাজা উৎপাদন তো মধুবনবাসীরই খাওয়া হয় । অন্যান্যরা তো তাদের টার্ণ এলে একবার ব্রহ্মাভোজন খায় । সবাই তোমরা রোজ খাও । সূক্ষ্ম ভোজন এবং স্থূল ভোজন গরম এবং তাজা তোমরা লাভ করো । আচ্ছা -

নতুন কি প্রস্তুতি তোমরা তৈরি করছো ? তোমাদের ঘর ভালো করে অনেক ভালোবাসা দিয়ে সাজাচ্ছো । এটা মধুবনের বিশেষত্ব, প্রতিবার কোন না কোন অ্যাডিশন হয় । সবাই যেমন স্থূলভাবে নতুনত্ব দেখে, সেইভাবে তারা প্রতিবার নতুনত্ব দেখে যেন বর্ণন করে, এইবার মধুবনে আমরা এইরকম এইরকম প্রাপ্তির বিশেষ তরঙ্গ দেখেছি । বিভিন্নরকম তরঙ্গ, তাই না ! কখনো আনন্দের বিশেষ তরঙ্গ, কখনো ভালোবাসার, কখনো জ্ঞানের বিশেষত্বের । প্রত্যেকে যেন এই সকল তরঙ্গ দেখে । যেমন সাগর তরঙ্গে কেউ গেলে তাকে তরঙ্গিত হতেই হয়, নয়তো ডুবে যাবে, সুতরাং এই তরঙ্গ সব খুব স্পষ্টভাবে দেখা যেতে হবে । এই কনফারেন্সে বিশেষ কি করবে তোমরা ? ভি.আই. পি. আসবে, সাংবাদিক আসবে, ওয়ার্কশপ হবে, এই সবই তো হবে, কিন্তু তোমরা সবাই বিশেষ কি করবে ? স্থূল দিলওয়াড়া মন্দিরের বিশেষত্ব কি ? প্রত্যেকটা ছোট ছোট কুঠুরির ডিজাইন বিভিন্নরকম । প্রতিটা কুঠুরির নিজস্ব বিশেষত্ব আছে । এইজন্য এই মন্দির সব মন্দির থেকে আলাদা । অন্যান্য মন্দিরেও তো মূর্তি আছে, কিন্তু এই মন্দিরের যেখানেই যাও সেখানেই খোদাই করা বিশেষ ডিজাইন নজরে আসবে । একইভাবে, এই চৈতন্য দিলওয়াড়া মন্দিরে প্রত্যেক মূর্তির নিজ নিজ বিশেষত্ব প্রতীয়মান হওয়া উচিৎ । তারা যাকেই দেখুক, তাদের সেইরকম বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান হতে দাও, যাতে প্রত্যেকের বিশেষত্ব অন্যদের তুলনায় আরও বিশেষ দেখে । যেমন সেখানে লোকে বলে, যিনি বানিয়েছেন এটা তাঁর সৃষ্টির বিস্ময়, একইভাবে এখানে, তাদেরকে প্রত্যেকের বিশেষত্ব সম্পর্কে বর্ণন করতে দাও । তোমাদের এই বিষয়ে মিটিং করা উচিৎ । এটা কোনো বড় ব্যাপার নয়, করতে পারো । সত্যযুগে দেবতাগণ তাঁদের টিচারের থেকে খুব কমই শুনবে কিন্তু তাঁদের স্মৃতি খুব ধারালো হবে, স্মরণের জন্য মেহনত করার প্রয়োজন হবেনা । যেন এটা তাঁদের শোনা হয়ে গেছে, এটা শুধু ফ্রেশ হওয়া । মধুবনবাসীদের জন্যও সবকিছু সম্পন্ন হয়েই আছে । শুধু দৃঢ় সঙ্কল্পের জন্য ছোট একটা ইশারা, ব্যস্, সেটাই সব । তোমরা খুব ভালো সঙ্কল্পও করো, কিন্তু তার মধ্যেও দৃঢ় সঙ্কল্পে বারবার আন্ডারলাইন করো । আচ্ছা !

বরদানঃ – দিলারাম বাবার স্মরণে তিন কাল-কে ভালো বানিয়ে ইচ্ছা মুক্ত ভব

যে বাচ্চাদের হৃদয়ে এক দিলারাম বাবা স্মরণে আছেন, তারা সদা বাহ্ বাহ্'র গীত গাইতে থাকে, তাদের মনে স্বপ্নতেও হায় শব্দ বার হয়না কারণ যা হয়েছে সেটাও বাহ্, যা হচ্ছে সেটাও বাহ্ আর যা হবে সেটাও বাহ্ । তিন কালই বাহ্ বাহ্ অর্থাৎ ভালো থেকেও ভালো । যেখানে সবই ভালো সেখানে কোনো ইচ্ছা উৎপন্ন হতে পারেনা, কারণ সবকিছু ভালো বলা হবে, যখন তোমাদের সব প্রাপ্তি থাকবে । প্রাপ্তি সম্পন্ন হওয়াই ইচ্ছামুক্ত হওয়া ।

স্লোগানঃ – তোমার সংস্কারকে এমন বিশুদ্ধ আর শীতল বানিয়ে নাও যে কোনো জোর বা কর্তৃত্বের সংস্কার ইমার্জই না হয় ।